কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয় উত্থাপন ও মোকাবেলা

কার্যকর পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি তদারককারী কর্মীগণ তাদের কর্মক্ষেত্রে চিহ্নিত বিপদ (Hazard) সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন। (উদা: জরুরি বহির্গমন দরজা বন্ধ, ত্রুটিপূর্ণ মেশিন লক)। প্রতিবেদন প্রকাশ করার মাধ্যমে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেন। যদি তারা তা অগ্রাহ্য করেন ফলশ্রুতিতে দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে।

ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি (উদা: মৌখিক যোগাযোগ, পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি) সম্পর্কে জানা থাকা উচিত। সাধারণত কারখানাসমূহে কর্মীদের নিজেদের মধ্যে নানাবিধ যোগাযোগ মাধ্যম থাকে, যেমন শ্রমিক ইউনিয়ন বা শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিত সভা, সেইফটি কমিটি এবং মাধ্যম যা হটলাইন বা পরামর্শ বক্স হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইসব বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে কারখানার অভিযোগ জানানোর পদ্ধতিতে বর্ণিত থাকে।

এ সকল পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উচিত বিভিন্ন পরামর্শকে স্বাগত জানানো, উত্থাপিত বিষয়ে সাড়া প্রদান এবং বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যদি নিরাপদ পরামর্শ প্রদানের পরিবেশ নিশ্চিত না করে, তাহলে ঝুঁকি সংক্রান্ত বিপদসমূহ অপ্রকাশ্য থাকবে এবং দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থেকেই যাবে।

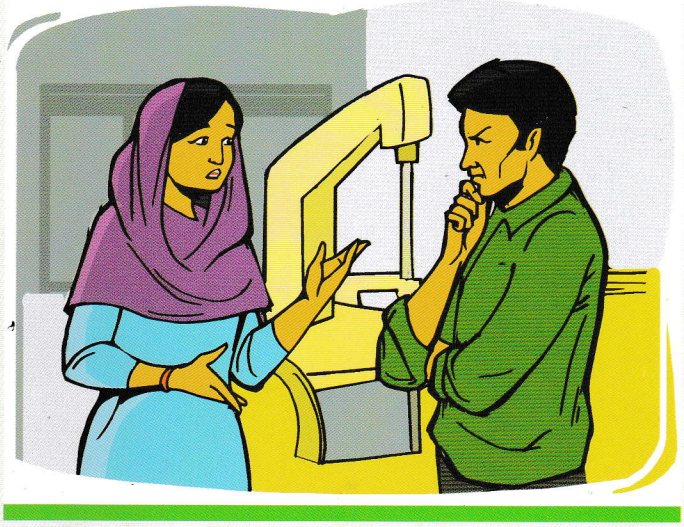

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে একবার অবহিত করা হলে তখন তার দায়িত্ব হলো:

- অবিলম্বে বিপত্তি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কর্মীদের অবহিতকরণ
- সমস্যা সমাধান করতে সব যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ

যদি শ্রমিক বা শ্রমিক প্রতিনিধি বিবেচনা করে যে বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত, তারা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির/ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ৩৬৪ বিধি অনুসারে কারখানা কর্তৃপক্ষের এরকম পরিস্থিতিতে কারখানা মহাপরিদর্শক, উপ-মহাপরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শকের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন।

- DIFE এর ঠিকানা কারখানার প্রধান ফটকে বাংলায় লিখে রাখা

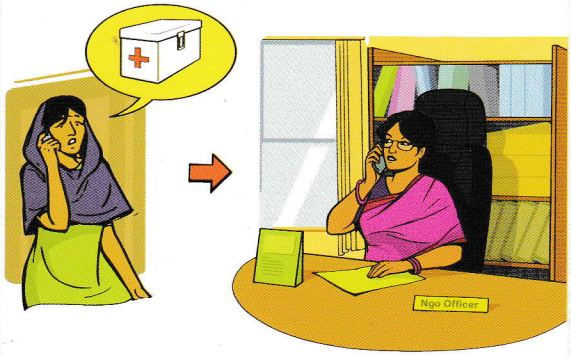

সেইফটি কমিটি'র সদস্য অনিরাপদ কাজ বন্ধ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য শ্রমিকদের অনুরোধ করতে পারেন। কর্মীগণ সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে অথবা (বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার তফসিল-৪, দফা ২ (খ) (১) (ঘ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকা খালি করবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ধারা ৮৬ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে পরিস্থিতিতে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অনিরাপদ কাজ অব্যাহত রাখার জন্য কর্মীদের অনুরোধ করতে পারবেন না কিন্তু অন্য উপযুক্ত বিকল্প কাজ করতে শ্রমিকদের অনুরোধ করতে পারেন। যদি কোনো পরিদর্শককে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়, সেক্ষেত্রে পরিদর্শক লিখিতভাবে আদেশ জারি করবে। নিয়োগকর্তা এবং কর্মীগণকে অবশ্যই এ আদেশ মেনে চলতে হবে।

কোনো ভবন বা ভবনের কোনো অংশ ভেঙ্গে যেতে পারে এমন ঝুঁকি থাকলে শ্রমিকদের উক্ত ভবন বা ভবনের অংশ খালি করে ফেলা উচিত। উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিরাপদ মর্মে লিখিত আশ্বাস পাবার আগ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের শ্রমিকদের কাজে ফিরে যাবার অনুরোধ করা উচিত নয়।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
২৩-২৪ কাওরান বাজার (২য় ও ৩য় তলা), ঢাকা ১২১৫
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৫০ ১৩৬২৭
Web: www.dife.gov.bd
Email: chiefdife@gmail.com

এই প্রকাশনাটি কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই,এল,ও)-র
'তৈরি পোশাক শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর সহায়তায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

Canada
Kingdom of the Netherlands
UKaid
ILO International Labour